দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 26 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সেশনগ্যাপের কবলে দেড় লাখ

এইচএসসি পাসের পরই একজন শিক্ষার্থীর জীবনের আসল ধাপ শুরু হয়। সে-সময়ই নির্ধারিত হয় তার ভবিষ্যত কর্মজীবন কোন্ দিকে যাবে। কিন্তু ঠিক সেই স্তরেই যদি তাকে সেশনগ্যাপ বা সেশনজটের কবলে পড়তে হয়, তাহলে যেমন তার নিজের ভবিষ্যত শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, তেমনি তার অভিভাবক ও পরিবারের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্বপ্ন ও আশাভরসা বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। আবার একইসঙ্গে দেশের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণের স্বার্থও ক্ষুণ্ন হয় বৈকি।

সেশনগ্যাপ বা জটসৃষ্টির দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটা সবসময়ই শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় না-থাকা, উপর্যুপরি হরতাল চলতে-থাকা, বিভিন্ন আমলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের এ-বিষয়টির প্রতি একরকম উদাসীন থাকা এবং এ-ব্যাপারে সুষ্ঠু ও দৃঢ় সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের অনুপস্থিতির সঙ্গে জড়িত। গতবছর ২১ নবেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৩ থেকে ৬ মাসের সেশনজটে পড়েছে। বিগত আমলে শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে সরকারের দায়িত্ববোধ অধিকতর জাগ্রত হওয়া ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষাস্তরে আগে থেকে সৃষ্ট সেশনজট ও সেশনগ্যাপ বহুলাংশেই দূর করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গ্র্যাজুয়েট স্তরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য এইচএসসি পাস-করা শিক্ষার্থীদের প্রবেশ অনেক অবাধ ও সহজ হয়, যথারীতি ক্লাস শুরু হয় ও তা অব্যাহত থাকে এবং শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষার্থীদের জীবনে একটা সুস্থ হাওয়া-বইতে শুরু করে।

এখন গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এইচএসসি পাস-করা দেশের প্রায় দেড়লাখ পরীক্ষার্থী সেশনগ্যাপের কবলে পড়েছে এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে প্রবেশ ও পুরোদমে ক্লাস শুরু করতে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রায় একটি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে। এইচএসসি পরীক্ষায় যারা গত মে মাসে অংশ নিয়েছে, তারা উচ্চ শিক্ষাস্তরে ক্লাস শুরু করবে ২০০৩ সালের মে মাস নাগাদ। তার মানে, উচ্চশিক্ষা শুরু করতে তাদের প্রায় একটি বছর বসে থাকতে হবে। বিপুলসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হতে পারবে না। নব্বই দশকের ভর্তিসঙ্কট এখন বিপরীত রূপ নিয়েছে– এখন ভর্তি করার ছাত্রই পাওয়া যাচ্ছেনা! এও আরেক মারাত্মক সঙ্কট বৈকি। বলাবাহুল্য যে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের দেশের খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থীরই জীবনে শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। সেই কমসংখ্যক শিক্ষার্থীকেও যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেশনগ্যাপের কিংবা সেশনজটের কবলে পড়তে হয়, তাহলে তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ বিলম্বিত হয়, তাদের পরিবারগুলো অসহায় অবস্থায় ও আর্থিক দুর্ভোগের কবলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং দেশগড়ার কাজও বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়। সরকারীভাবে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিক্যালে আগামী জানুয়ারির আগে নাকি ভর্তিই শুরু হচ্ছেনা। এমনিতেই এইচএসসিতে এবার পাসের যেখানে লজ্জাজনকভাবেই অতীত বছরগুলোর তুলনায় সবচাইতে কম মাত্র ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ, সেখানে স্বভাবতই গ্র্যাজুয়েট লেভেলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র পাওয়ার জন্য হাহাকার শুরু হওয়ার কথা এবং তাই-ই হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্র্যাজুয়েট লেভেলের কমপক্ষে ১ লাখ ১৪ হাজার ২৮২ আসন একবছর খালিই পড়ে থাকবে। কী করুণ অবস্থা! গ্র্যাজুয়েট হওয়ার চৌকাঠে পা দেয়াটাই যেখানে এদেশের শিক্ষার্থীদের একটি ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে রয়েছে, সেখানে পাসের হারের লজ্জাজনক নিম্নগামিতার দরুন বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক আসন শূন্যই পড়ে থাকছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যাবৃদ্ধিও খুব একটা দৃঢ়নীতির ভিত্তিতে এবং সুস্থভাবে হচ্ছেনা– নানারকম বাণিজ্যিক স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে থাকছে এধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। সেসব ক্ষেত্রে ক্লাস শুরু না-করার দুঃখজনক ও অসহায় শিকার হচ্ছে সদ্য পাস-করা পরীক্ষার্থীরা।

এদিকে শামসুন্নাহার হলে হামলা ও বুয়েটে সনি-হত্যাকাণ্ডের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বুয়েটে প্রায় তিনমাস করে সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে বলেও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মেডিক্যালেও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে জানুয়ারি লেগে যাবে। সরকারীভাবে পরিচালিত সবধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে তিনটি সেরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি শুরু না-হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি শুরু করতে পারছে না।

দেখা যাচ্ছে, এইচএসসিতে পাসের হার কমতে থাকায় বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রাইভেট মেডিক্যাল ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রী ও অনার্স কলেজ, ইত্যাদির অবাধ প্রসার ঘটায় এবং প্রতিবছর আসন খালি পড়ে থাকায় পরিণামে দেশে উচ্চশিক্ষা নিদারুণভাবে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে, যারা পারছে বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এতে শেষ পর্যন্ত এদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তেমনি বহু বাধা ডিঙ্গিয়ে উচ্চশিক্ষার দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছেও ক্রমবর্ধমান হারে দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভে হয় সম্পূর্ণ বঞ্চিত, নাহয় অনভিপ্রেত কালক্ষেপণের শিকার হয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে হতাশ বা দিশাহারা হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এ-ব্যাপারে দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থেই সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আশু ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণই দেশবাসীর কাম্য।